(দ্বিতীয় পাতার পর)

বেআইনি পুলিশি আটক, চিকিৎসকের অবহেলায় কয়েদির মৃত্যু।

৫/৫/২০০০ তারিখ রাত্রে রাজারহাট থানা হাজতে রবিশঙ্কর সিংহের আটক থাকা ঐ দিন রবিশঙ্করের সঙ্গে একই হাজতে থাকা তিনজন কয়েদি যথা সাধন সরকার, ইয়ার আলি এবং গনেশ সর্দারের বিবৃতি থেকে স্পষ্ট। ঐ তিন কয়েদি এও জানিয়েছে পরদিন তাদের আদালতে চালান করা হলেও রবিশঙ্করকে পুলিশি হাজতেই রেখে দেওয়া হয়।

রাজারহাট থানার এস. আই. সুকুমার গড়াই কমিশনের নিকট জানিয়েছেন যে ৮/৫/২০০০ এবং ৯/৫/২০০০ তিনি থানায় উপস্থিত ছিলেন না এবং রবিশঙ্করের বাড়ীতে খানাতল্লাশীর সময়ও তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী রবিশঙ্করকে ১০/৫/২০০০ তারিখেই গ্রেফতার করা হয় এবং ঐদিনই তাকে বারাসাত কোর্টে তোলা হয় বলে তিনি জানিয়েছেন। রবিশঙ্কর, তার পিতা রামপ্রীত বা তার ভগিনীপতি বিনয়কে থানায় অন্যায়ভাবে আটক রাখার ঘটনার কথা এবং তাদেরকে মারধোর করার কথা তিনি অস্বীকার করেছেন। এস. আই. মানিক পাত্রও কমিশনের জেরার মুখে সকল অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁর বয়ান অনুযায়ী রবিশঙ্করকে ১০/৫/২০০০ তারিখেই গ্রেফতার করা হয়।

সাক্ষ্যপ্রমাণের বিশ্লেষণের ফলে একথাই প্রতিষ্ঠিত হয় যে রবিশঙ্কর সিংহকে বেআইনিভাবে ৫/৫/২০০০ থেকে ৯/৫/২০০০ পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতে আটক রাখা হয় এবং ১০/৫/২০০০-এ তাকে আদালতে চালান করা হয়, যদিও থানায় রক্ষিত নথিতে ভুল তথ্য পাওয়া যায় যে ১০/৫/২০০০-এ তাকে গ্রেফতার করা হয় বলে। তদন্তে এও জানা যায় যে মৃতের পিতা রামপ্রীত সিংহকেও অন্যায়ভাবে ৪/৫/২০০০ থেকে ৭/৫/০০ পর্যন্ত এবং পুনরায় ৮/৫/২০০০ থেকে ১০/৫/২০০০ পর্যন্ত থানার লকআপে আটক রাখা হয়। রামপ্রীত সিংহের জামাতা বিনয় কুমার সিংহকেও ৮/৫/২০০০ রাত থেকে ১০/৫/২০০০ রাত পর্যন্ত সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে থানায় আটক রাখা হয়।

তবে বন্দীদেরকে মারধোর করার যে অভিযোগ আনা হয়েছে তদন্তে তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় নি। রবিশঙ্কর দমদম কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের মুখ্য নিয়ন্ত্রকের নিকট পুলিশের বিরুদ্ধে তাকে মারধোর করার ব্যাপারে কোন অভিযোগ করেনি। এমনকি মহামান্য মহকুমা বিচারক ম্যাজিস্ট্রেটের সই করা হেফাজত পরোয়াণাতেও রবিশঙ্করের শরীরে কোন ক্ষত ছিল বলে তার উল্লেখ পাওয়া যায় না। সুনয়না দেবীকে পুলিশের মারধোর করার ঘটনা দমদম পৌর হাসপাতালের চিকিৎসকের দেওয়া বয়ান থেকে স্পষ্ট হয় না। তাই মারধোরের অভিযোগ কোনভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয় না।

কমিশন আর. জি. কর. হাসপাতালের চিকিৎসকের মৃত রবিশঙ্করের চিকিৎসায় গাফিলতি ও অবহেলা খুঁজে পায় কারণ দমদম কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের চিকিৎসকের বারবার অনুরোধ সত্বেও তাঁরা মুমুর্ষ রবিশঙ্করকে তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করেন নি। তবে কমিশন রবিশঙ্করের মৃত্যুতে কারা চিকিৎসকদের কর্তব্য পালনে ত্রুটি নেই বলে মনে করে।

কারা হাসপাতালে ৩/৬/২০০০-এ অসুস্থ রবিশঙ্করকে ভর্তি করা হয় এবং তার শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটলে তাকে প্রথমে ৩/৬/২০০০ এবং পরে ৪/৬/০০ তারিখে আর. জি. কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তির জন্য পাঠানো হয় এবং ৫/৬/২০০০ তারিখে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্ত্তির জন্য পাঠানো হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনবারই রোগীকে ভর্তি নেওয়া হয় না এবং রোগীকে জেল হাসপাতালেই ফেরত পাঠানো হয়। তবে রোগী ৬ই জুন, ২০০০ সালের সকাল সাড়ে এগারোটায় মারা যায়। ময়না তদন্তে জানা গেছে যে কয়েদি রবিশঙ্করের মৃত্যুর কারণ ছিল হৃৎপিন্ড এবং ফুসফুসের যক্ষা।

৪/৬/২০০০ তারিখে আর. জি. কর হাসপাতালের চিকিৎসক ডঃ অচিন্ত্য গায়েন রবিশঙ্করকে পরীক্ষা করে তাকে পরের দিন OPD তে নিয়ে আসার নির্দেশ দিয়ে ফেরৎ পাঠিয়ে দেন। ডঃ গায়েনের বক্তব্য হল রোগী শুধু মাথাব্যাথা এবং বমির কথা বলেছিল। তাই তিনি রোগীকে ভর্তি করার প্রয়োজন মনে করেন নি। কারা চিকিৎসক এইচ. কে. রায় রবিশঙ্করকে ৪/৬/২০০০ তারিখ রাত্রে পরীক্ষা করে দেখেন রোগীর অবস্থা খুবই খারাপ এবং তিনি শীঘ্র রোগীকে হাসপাতালে পাঠানোর নির্দেশ দেন। ৫/৫/২০০০ তারিখ ভোর ১টা ১০ মিনিটে রবিশঙ্করকে পুনরায় আর. জি. কর. হাসপাতালে ভর্তির জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। জরুরী বিভাগে তাকে পরীক্ষা করেন ডাঃ মানস কুমার হাজরা এবং অন্তরিন চিকিৎসক ডঃ কল্যাণ সুন্দর ভুঁইয়া। কিন্তু ডাঃ মানস কুমার হাজরা অসুস্থ রবিশঙ্করের হাসপাতালে ভর্তি নিতে অস্বীকার করেন।

চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন তাঁরা রোগীর মধ্যে যক্ষ্মার লক্ষণ দেখেননি এবং রোগীর অন্যান্য লক্ষণ দেখে তাকে অবিলম্বে হাসপাতালে ভর্তি করা প্রয়োজনীয় বলেও তাঁদের মনে হয়নি। তাই তাঁরা রোগীকে নাক-কান-গলার বহির্বিভাগে দেখানোর জন্য নির্দেশ দেন।

যদিও কমিশন ঐ দুই চিকিৎসকের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তের জন্য সুপারিশ করেন নি তথাপি কমিশনের দৃঢ় বিশ্বাস যে ডঃ অচিন্ত্য গায়েন এবং ডাঃ মানস কুমার হাজরা মরণাপন্ন রোগীর চিকিৎসায় অবহেলার পরিচয় দিয়েছেন এবং মুমুর্ষ রোগীটিকে হাসপাতালে ভর্তি না করে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছেন। বিভিন্ন হাসপাতালে দায়িত্বপূর্ণ পদে থাকা চিকিৎসকদের এমন দায়িত্বহীন মনোভাব জনসমাজকে আতঙ্কিত করে। স্বাস্থ্যবিভাগ কর্তৃপক্ষ থেকে ঐ দুই চিকিৎসককে হুঁশিয়ারি দেওয়া দরকার যাতে তাঁরা ভবিষ্যতে তাঁদের সুমহান দায়িত্ব পালনে অবহেলার পরিচয় না দিতে পারেন।

এস. আই. মানিক পাত্র যিনি বর্তমানে বিধান নগর থানায় কর্মরত তাঁর ব্যাপারে কমিশনের সিদ্ধান্ত এই যে তিনি রবিশঙ্কর সিংহের গ্রেফতারির সঠিক সময় না দেখিয়ে থানার নথিতে ভুল তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন এবং বেআইনি ও অন্যায়ভাবে রবিশঙ্করের পিতা রামপ্রীতি সিংহ এবং রামপ্রীতের জামাতা বিনয় সিংহকে থানায় আটক রেখেছেন। যদিও মানিক পাত্র আদালত হেফাজতে ৬/৬/২০০০-এ রবিশঙ্করের মৃত্যুর জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ি নন তবুও কমিশন মনে করে যে রবিশঙ্করের পিতা ও ভগিনীপতি যথাক্রমে রামপ্রীত ও বিনয় সিংহকে অন্যায়ভাবে আটক রাখার ব্যাপারে তিনি দোষী এবং তাঁর বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। রবিশঙ্করের নাম হাজত নিবন্ধে না থাকা সত্ত্বেও তাঁকে অন্যায়ভাবে হাজতে আটকে রাখার জন্য এবং প্রকৃত তথ্য বিকৃতির জন্য রাজারহাট থানার ও. সি. সুকুমার গড়াইয়ের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থাও নেওয়া প্রয়োজন। সুতরাং কমিশন দুই এস. আই. মানিক চন্দ্র পাত্র এবং সুকুমার গড়াইয়ের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সুপারিশ জানিয়েছে।

আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের দুই চিকিৎসক ডঃ অচিন্ত্য গায়েন ও ডাঃ মানস কুমার হাজরার বিরুদ্ধে কর্তব্যে অবহেলা এবং দায়িত্বহীনতার পরিচয় দেওয়ার জন্য কমিশন তার অননুমোদন জ্ঞাপন করেছেন।

(প্রথম পাতার পর)

উত্তরবঙ্গে মানবাধিকার বিষয়ক কর্মশালা

বনবিভাগের প্রায় ১২০ জন উচ্চ, মধ্য এবং ক্ষেত্রীয় মানের আধিকারিকগণ ঐ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশনের সভাপতি মহামান্য বিচারক শ্রী মুকুল গোপাল মুখোপাধ্যায় মূল ভাষণ দেন এবং কর্মশালা চলাকালীন উপস্থিত থেকে সক্রিয়ভাবে কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করেন। পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশনের এ. ডি. জি. পি. শ্রী বি. পি. সিংহ মানবাধিকার সংগঠনের উপর বক্তব্য রাখেন। পশ্চিমবঙ্গ সশস্ত্র পুলিশের মহা-আরক্ষা পরিদর্শক শ্রী আর. কে যোশী বন আধিকারিক কর্তৃক কৃত তল্লাসি, আটক, গ্রেপ্তার এবং অনুসন্ধান প্রভৃতি মানবাধিকার সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। এরপর কর্মশালা পারস্পরিক আদান প্রদানের চেহারা নেয় এবং অংশগ্রহণকারীরা মহামান্য বিচারক শ্রী মুকুল গোপাল মুখোপাধ্যায়ের উপস্থিতির পরিপূর্ণ সুযোগ নিয়ে মানবাধিকার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা চালায়। মহামান্য বিচারপতি শ্রী মুখোপাধ্যায় তাঁদের আলোচনা ধৈর্য্য সহকারে শোনেন এবং তাঁদের বিভিন্ন সংশয় দূর করে দেন। বন-সুরক্ষা বিভাগের মহা-আরক্ষা পরিদর্শক আই. পি. এস. শ্রী রচপাল সিংহ ঐ কর্মশালা পরিচালনা করেন। বনবিভাগের আধিকারিগকণ এবং পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশনের সভাপতি ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের মধ্যে খুবই প্রানবন্ত এবং উপযোগী পারস্পরিক আদানপ্রদান চলে। এই কর্মশালা একদিকে যেমন বন আধিকারিকদের প্রাত্যহিক কর্মের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন মানবাধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে সংবেদনশীল করে তুলেছে অপরদিকে তেমনই বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন এবং বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশনের সঙ্গে তাঁদের পরিচিতি ঘটিয়েছে।